যায়যায়দিন

তারিখ 31 JAN 2008 পৃষ্ঠা ৪০ কলাম ২

TG Report

শিক্ষক স্বল্পতায় ধুকছে খুলনা ইউনিভার্সিটি

খুলনা ইউনিভার্সিটি সংবাদদাতা

তীব্র শিক্ষক সঙ্কটের কারণে খুলনা ইউনিভার্সিটির লাইফ সায়েন্স স্কুলের পরীক্ষা আবার দুই সপ্তাহ পেছানো হলো। বারবার পরীক্ষা পেছানোর ফলে জীববিজ্ঞান স্কুলে ভয়াবহ সেশন জটে পড়েছে। পাশাপাশি একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইউনিভার্সিটির বেশ কয়েকটি ডিসিপ্লিনে বর্তমানে ব্যাপক শিক্ষক সঙ্কট বিরাজ করছে। দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ দেয়া না হলে প্রথমবর্ষের ক্লাস শুরু করা সম্ভব নয় বলে বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে জানানো হয়েছে। ফলে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে প্রথমবর্ষের শিক্ষা কার্যক্রম।

বিভিন্ন মহল থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া ১১টি ডিসিপ্লিনের শিক্ষক নিয়োগ স্থগিতাদেশের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। ইউনিভার্সিটির তাত্তিলয়ে সরকারের নিয়োগ বন্ধ সংক্রান্তের তীব্র বিরোধিতা ও অতিসত্বর তা প্রত্যাহার করার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষক সমিতি ও সাধারণ ছাত্ররা। অন্যথায় ইউনিভার্সিটিকে বাচাতে ছাত্র-শিক্ষক সমন্বয়ে তীব্র আন্দোলনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। গত তিন মাস আগে ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন (ইউজিসি) অনুমোদিত শূন্য পদের বিপরীতে ৩৩ জন শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। পরে এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে আবেদনকারী প্রার্থীদের প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের কাজ শেষ করা হয়। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিটি ডিসিপ্লিনের টিচার নিয়োগের জন্য আলাদা নিয়োগ বোর্ড বসানো হয়। বিদ্যমান শিক্ষক সঙ্কট নিরসনের জন্য নিয়োগ বোর্ডে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের চূড়ান্তভাবে নিয়োগ দিতে গত ৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ইউনিভার্সিটির সিন্ডিকেটে এ সংক্রান্ত একটি এজেন্ডাও রাখা হয়। কিন্তু ওই দিন সিন্ডিকেট সভা চলাকালে হঠাৎ শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ইউনিভার্সিটির ভিসি বরাবর একটি জরুরি ফ্যাক্স বার্তা প্রেরণ করা হয়। এতে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সব ধরনের নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ রাখতে বলা হয়।

জানা গেছে, দক্ষিণ বাংলা উন্নয়ন পরিষদ নামধারী একটি

অনিশ্চয়তার মুখে শিক্ষা কার্যক্রম

সংগঠন খুলনা ইউনিভার্সিটির উপাচার্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করে শিক্ষামন্ত্রণালয় বরাবর চিঠি দেয়। ভিত্তিহীন একটি সংগঠনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ ও তদন্ত টিম পাঠানোর বিষয়টি রীতিমতো ইউনিভার্সিটির সব মহলকে হতবাক করেছে।

বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান ইউনিভার্সিটিতে যোগদানের পর এক বছরের সেশন জট কমিয়ে শূন্যের কোঠায় আনলেও তা শিক্ষক সঙ্কটে আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার আশঙ্কা করছে ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষ। সমাজ বিজ্ঞান স্কুলের ডিন ও ডিসিপ্লিন প্রধান প্রফেসর ড. মোঃ রেজাউল করিম জানান, বর্তমানে তার ডিসিপ্লিনে মাত্র চারজন শিক্ষক রয়েছেন। চারজন শিক্ষক দিয়ে পাচটি ব্যাচ চালাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে। সমাজ বিজ্ঞান ডিসিপ্লিনে মাস্টার্স কোর্সের সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলেও টিচারের অভাবে চলতি বছরে চালু করা সম্ভব হবে না। ফলে অনার্স শেষ করা শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। জীব বিজ্ঞান স্কুলে সাতটি ডিসিপ্লিনে শিক্ষক সঙ্কটের কারণে নির্দিষ্ট সময়ে কোর্স শেষ করা সম্ভব হচ্ছে না। বায়োটেকনলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফার্মেসি ডিসিপ্লিনের শিক্ষক সঙ্কট প্রকট আকার ধারণ করেছে। ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিসিপ্লিনের আটজন, অর্থনীতি ডিসিপ্লিনে তিনজন, কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং মাত্র সাতজন শিক্ষক দিয়ে কমপক্ষে পাচটি ব্যাচের শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে হচ্ছে। এছাড়া সয়েল সায়েন্স, ব্যবসায় প্রশাসন, গণিতসহ বেশ কয়েকটি ডিসিপ্লিনে শিক্ষক সঙ্কট রয়েছে। ফলে ওই সব ডিসিপ্লিনের শিক্ষা কার্যক্রম বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন।

ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান বলেন, বর্তমান প্রশাসন এ ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা, যোগ্যতা ও স্বচ্ছতা বিষয়টি গুরুত্ব দিচ্ছে। ফলে এখানে নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি বা অনিয়মের কোনো সুযোগ নেই।